মানসিক দক্ষতা

বিসিএস | ব্যাংক জব | NTRCA | প্রাইমারি | বিজেএস

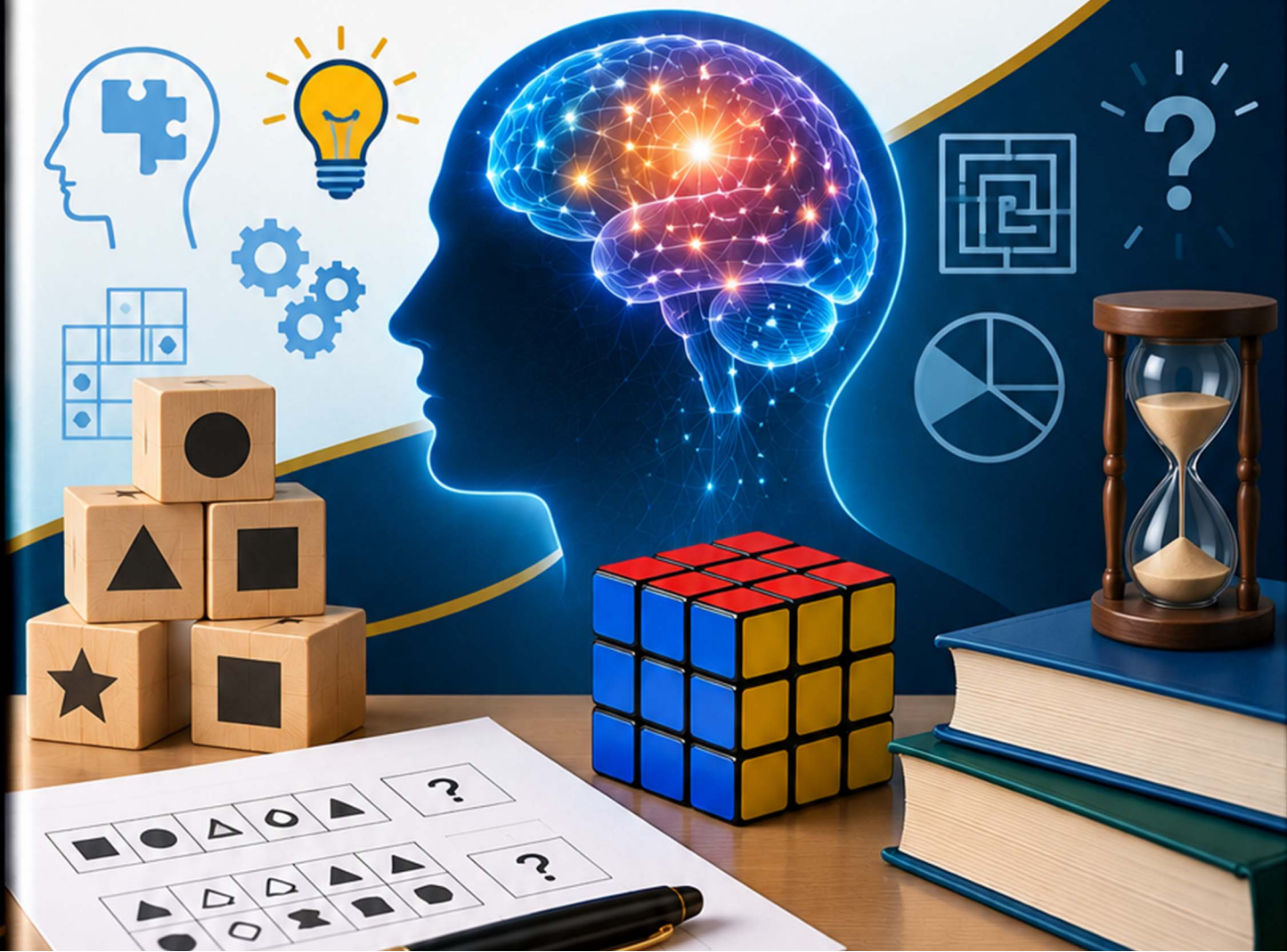

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

মানসিক দক্ষতা

বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার সম্পূর্ণ মানসিক দক্ষতা প্রস্তুতি

প্রকাশনায়
চাকরি বাংলা

সম্পাদনায়
রায়হান খান

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা

প্রকাশনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

চাকরি বাংলা (Chakri Bangla) সম্পর্কে

"চাকরি বাংলা" বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস (সহকারী জজ) ও বার কাউন্সিল নিয়োগ পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি, বিষয়ভিত্তিক মডিউল, বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান এবং টাইমড মডেল টেস্ট এক জায়গায় প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠিত এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য মানসম্পন্ন প্রস্তুতিমূলক কনটেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে তোলা।

কেন চাকরি বাংলা?

- প্রতিটি প্রশ্ন প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত — কোনো অনুমাননির্ভর প্রশ্ন নেই।
- প্রতিটি উত্তরের সাথে বিস্তারিত ও মৌলিক ব্যাখ্যা, যা মুখস্থ নয় বরং ধারণা স্পষ্ট করে।
- বিষয়ভিত্তিক ও টপিকভিত্তিক সুসংগঠিত বিন্যাস, ফলে নির্দিষ্ট টপিক দ্রুত খুঁজে অনুশীলন করা যায়।
- নিয়মিত হালনাগাদ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক মানসম্পন্ন সম্পাদনা।

এই বইটি সম্পর্কে

এই সংকলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় (বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস ও বার কাউন্সিল) আগত মানসিক দক্ষতা বিষয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ টপিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, শর্টকাট কৌশল ও অনুশীলনী প্রশ্নসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রন্থ প্রদান করা হলো। বইটি সরকারি কর্মকমিশনের (BPSC) মানসিক দক্ষতা সিলেবাসের ছয়টি সরকারি বিভাগ অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে: ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning), বানান ও ভাষা (Spelling and Language), যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning), স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Spatial Relationships), সাংখ্যিক দক্ষতা (Numerical Ability) এবং সমস্যা সমাধান (Problem Solving)। প্রতিটি অধ্যায়ে সহজবোধ্য ব্যাখ্যা, মনে রাখার কৌশল এবং অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশ্ন একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল ব্যাখ্যা ও অনুশীলনী প্রশ্ন মৌলিক এবং চাকরি বাংলার নিজস্ব গবেষণার ফসল, বিসিএস মানসিক দক্ষতা সিলেবাস অনুসরণ করে প্রণীত।

যোগাযোগ

ওয়েবসাইট:	www.chakribangla.com
ই-মেইল:	info@chakribangla.com
মোবাইল:	+৮৮ ০১৭৩৮ ৯৫০ ৯৯৬
ঠিকানা:	ঢাকা, বাংলাদেশ

মতামত ও পরামর্শ

বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অথবা ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক পেজে জানানোর অনুরোধ রইলো। পাঠকদের মতামত আমাদের প্রতিটি সংস্করণকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

এই বইয়ের বিষয়বস্তু চাকরি বাংলার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক সরকারি কর্মকমিশনের (BPSC) মানসিক দক্ষতা সিলেবাস অনুসরণ করে মৌলিকভাবে রচিত ও সংকলিত। এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা।

সূচিপত্র

1 ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল 9

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book) 10

2 ভাষাগত যৌক্তিক বিচার 15

1 ভাষাগত বোধগম্যতা (Verbal Comprehension) 16
- 1.1 ভাষাগত বোধগম্যতা কী এবং কেন এটি আলাদা একটি দক্ষতা . . . 16
  - 1.1.1 সুস্পষ্ট তথ্য বনাম উহ্য তথ্য . . . 17
- 1.2 ধাপে ধাপে সমাধান করা উদাহরণ . . . 17
- 1.3 সারসংক্ষেপ . . . 19
- 1.4 অনুশীলনী . . . 19

2 অসম্ভাব্যতা যাচাই (Impossibilities and Plausibility) 22
- 2.1 সম্ভব, অসম্ভব ও অসম্ভাব্য: তিনটি ভিন্ন শ্রেণি . . . 22
- 2.2 ধাপে ধাপে সমাধান করা উদাহরণ . . . 23
- 2.3 সারসংক্ষেপ . . . 24
- 2.4 অনুশীলনী . . . 24

3 ভাবগত অমিল নির্ণয় (Conceptual Dissimilarity) 27
- 3.1 ভাবগত অমিল নির্ণয় কাকে বলে . . . 27
- 3.2 মূল কৌশল: গভীরতর সাধারণ ধর্ম খোঁজা . . . 28
- 3.3 পেশা বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতিভিত্তিক অমিল . . . 28
- 3.4 শব্দের ভাবগত রং (Connotation) ভিত্তিক অমিল . . . 29
- 3.5 কার্যকারিতা বা প্রকৃত উদ্দেশ্যভিত্তিক অমিল . . . 29
- 3.6 ক্ষেত্র বা পরিসর (Domain) ভিত্তিক অমিল . . . 30
- 3.7 বিমূর্ত ধারণা ও বাস্তব ঘটনার মধ্যে ভাবগত অমিল . . . 30
- 3.8 ভাবগত অমিল নির্ণয়ে দ্রুত ও নির্ভুল হওয়ার উপায় . . . 31

4 অবস্থানভিত্তিক সমস্যা (Standing/Positional Problems) 32
- 4.1 অবস্থানভিত্তিক সমস্যা কাকে বলে . . . 32
- 4.2 ধাপে ধাপে ক্লু ট্র্যাক করে সরল চিত্র আঁকা . . . 33
- 4.3 মুখোমুখি হওয়া ও বাম-ডান বিপর্যয় . . . 34
- 4.4 দলগত ছবিতে দুই সারির বিন্যাস . . . 36

5 বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ (Judgement, Comprehension and Decision-Making) 39
- 5.1 প্রশ্নের গঠন ও এই টপিক আসলে কী যাচাই করে . . . 39
  - 5.1.1 এই টপিক আসলে কী যাচাই করে . . . 40
- 5.2 ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য . . . 40
  - 5.2.1 চরমপন্থা চেনা: দুটি অক্ষ . . . 41
- 5.3 ধাপে ধাপে সমাধান-পদ্ধতি . . . 41
- 5.4 বাস্তবধর্মী পরিস্থিতির উদাহরণ . . . 42
- 5.5 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 44

6 বিশ্লেষণধর্মী ধাঁধা (Analytical Puzzles) 47
- 6.1 বিশ্লেষণধর্মী ধাঁধা কী এবং কেন এটি একটি ভিন্ন ক্যাটাগরি . . . 47
  - 6.1.1 এই অধ্যায়ের তিনটি প্রধান ধরন . . . 47
- 6.2 যেকোনো বিশ্লেষণধর্মী ধাঁধার জন্য সাধারণ কৌশল . . . 48

ক্যারিয়ার বাংলা
সরকারি চাকরির প্রস্তুতি

6.3 চতুর অন্তর্দৃষ্টিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ধাঁধা (Cryptic Riddles) . . . 49
6.4 স্বল্পসংখ্যক তথ্য থেকে অনুমান (Short Deduction-from-Clues) . . . 49
6.5 প্যাটার্ন-ভিত্তিক উপসংহার (Best-Supported Conclusion) . . . 50
6.6 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 51

3 বানান ও ভাষা 54

7 ভুল নির্ণয়: ব্যাকরণ (Grammar Error Detection) 55
7.1 ভুল নির্ণয় প্রশ্ন আসলে কেমন দেখতে হয় . . . 55
7.2 ইংরেজি বাক্যে সাধারণ ব্যাকরণগত ভুল . . . 56
7.2.1 Subject-Verb Agreement (কর্তা-ক্রিয়ার মিল) . . . 56
7.2.2 Tense Consistency (কালের সংগতি) . . . 56
7.2.3 Preposition Usage (পদান্বয়ী অব্যয়ের সঠিক প্রয়োগ . . . 57
7.2.4 Article Usage (a/an/the-এর সঠিক প্রয়োগ) . . . 57
7.2.5 Pronoun-Antecedent Agreement (সর্বনাম-পূর্ববর্তী শব্দের মিল) . . . 57
7.2.6 Parallel Structure (সমান্তরাল গঠন) . . . 58
7.3 বাংলা বাক্যে সাধারণ ব্যাকরণগত ভুল . . . 58
7.3.1 কারক-বিভক্তি ভুল . . . 59
7.3.2 ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ/মর্যাদার অসংগতি . . . 59
7.3.3 দ্বিরুক্ত শব্দের ভুল প্রয়োগ . . . 59
7.3.4 সমাসগত ভুল (সমাস চেনায় ভুল) . . . 60
7.4 অনুশীলনী . . . 60

8 যতিচিহ্ন ও বড় হাতের অক্ষর (Punctuation and Capitalization) 62
8.1 কেন যতিচিহ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ . . . 62
8.2 Comma (,) . . . 63
8.2.1 তালিকায় (List) . . . 63
8.2.2 Introductory Phrase-এর পর . . . 63
8.3 Semicolon (;) ও Colon (:) -- পার্থক্য মনে রাখার সহজ উপায় . . . 63
8.4 Apostrophe (') -- Possession বনাম Contraction . . . 64
8.5 Quotation Marks (" ") . . . 64
8.6 Capitalization নিয়ম . . . 65
8.7 বাংলা যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার . . . 65
8.8 অনুশীলনী . . . 66

9 বানান শুদ্ধিকরণ (Spelling Correction) 68
9.1 পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন . . . 68
9.1.1 নীরব অক্ষরযুক্ত শব্দ (Silent Letters) . . . 69
9.1.2 দ্বিত্ব বর্ণ বিভ্রান্তি (Double Letter Confusion) . . . 69
9.1.3 -able/-ible প্রত্যয়যুক্ত শব্দ . . . 69
9.1.4 -ance/-ence প্রত্যয়যুক্ত শব্দ . . . 70
9.1.5 প্রায়-সমোচ্চারিত অথচ ভিন্ন বানান ও অর্থের শব্দ . . . 70
9.2 বাংলা বানানের পাঁচটি প্রধান ভুলের উৎস . . . 71
9.2.1 ণ/ন বিভ্রাট . . . 71
9.2.2 শ/ষ/স বিভ্রাট . . . 71
9.2.3 ই-কার/ঈ-কার ও উ-কার/ঊ-কার বিভ্রাট . . . 72
9.2.4 রেফ ও যুক্তাক্ষরের ভুল প্রয়োগ . . . 72
9.2.5 ৎ (হসন্ত ত)-এর সঠিক ব্যবহার . . . 72
9.3 সারসংক্ষেপ . . . 73

10 প্রতিশব্দ (Synonym) 76
10.1 পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন . . . 76
10.2 প্রায়ই আসা ইংরেজি শব্দ ও তাদের প্রতিশব্দ . . . 77
10.3 প্রায়ই আসা বাংলা শব্দ ও তাদের প্রতিশব্দ . . . 78
10.4 সারসংক্ষেপ . . . 79

11 বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) 82
11.1 বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে . . . 82
11.2 প্রত্যক্ষ (Direct) ও মাত্রাগত (Graded) বিপরীত শব্দের পার্থক্য . . . 83
11.3 পরিপূরক (Complementary) ও মাত্রিক (Gradable) বিপরীত শব্দ . . . 83

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

11.4 "ভিন্ন" শব্দ বনাম "প্রকৃত বিপরীত" শব্দ . . . 84
11.5 সারসংক্ষেপ . . . 85
11.6 অনুশীলনী . . . 85

12 শব্দ গঠন কৌশল (Word Making) 87
12.1 এই টপিকের ধরন ও আগের অধ্যায়ের সাথে পার্থক্য . . . 87
12.2 একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির শব্দ (প্রাণী, রঙ ইত্যাদি) খুঁজে বের করা . . . 88
12.3 সাধারণ প্রত্যয় (Suffix) ও উপসর্গ (Prefix) ব্যবহার করে পদ্ধতিগত খোঁজ . . . 89
12.4 একাধিক প্রার্থীর মধ্যে কয়টি গঠনযোগ্য তা গণনা করা . . . 89
12.5 সারসংক্ষেপ . . . 90
12.6 অনুশীলনী . . . 90

13 অক্ষর মিলকরণ (Matching Letter) 92
13.1 সংজ্ঞা ও পরীক্ষার প্রকৃতি . . . 92
13.2 বাম থেকে ডানে ধাপে ধাপে স্ক্যান করার কৌশল . . . 93
13.3 কোন জোড়াটি হুবহু অভিন্ন . . . 93
13.4 কোন গুচ্ছটি বাকিদের প্যাটার্ন থেকে আলাদা . . . 94
13.5 নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী অক্ষর-সংযোগ কতবার এসেছে . . . 95
13.6 একই অবস্থানে থাকা অক্ষর কতগুলো মিলে যায় . . . 97
13.7 সময়ের চাপে নির্ভুলতা বজায় রাখা . . . 98

4 যান্ত্রিক দক্ষতা 99

14 যান্ত্রিক নীতি ও সরল যন্ত্র (Mechanical Principles and Simple Machines) 100
14.1 সরল যন্ত্র ও যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage) . . . 100
14.2 লিভারের মৌলিক গঠন . . . 101
14.2.1 প্রথম শ্রেণির লিভার (First-Class Lever): আলম্ব বিন্দু মাঝখানে . . . 101
14.2.2 দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার (Second-Class Lever): ভার মাঝখানে . . . 102
14.2.3 তৃতীয় শ্রেণির লিভার (Third-Class Lever): প্রযুক্ত বল মাঝখানে . . . 102
14.3 চাকতি ও অক্ষ (Wheel and Axle) . . . 103
14.4 কপিকল (Pulley) ব্যবস্থা . . . 103
14.4.1 স্থির কপিকল (Fixed Pulley) . . . 104
14.4.2 চলমান কপিকল (Movable Pulley) . . . 104
14.5 হেলানো তল (Inclined Plane) . . . 105
14.5.1 কীলক ও প্যাঁচ: হেলানো তলের দুটি বিশেষ রূপ . . . 106
14.6 গিয়ার কীভাবে কাজ করে . . . 107
14.7 ছয়টি সরল যন্ত্র ও গিয়ার-ট্রেন: একসাথে দেখা . . . 108

15 বল, গতি ও ভারসাম্য সংক্রান্ত ধাঁধা (Force, Motion and Balance Puzzles) 110
15.1 ভরকেন্দ্র ও স্থিতিশীলতা . . . 111
15.2 ভারসাম্য বা দাঁড়িপাল্লার ধাঁধা: ওজন × দূরত্ব কৌশল . . . 112
15.3 গতির দিক নির্ণয়: গিয়ার ও কপিকল ব্যবস্থা . . . 113
15.3.1 গিয়ার ব্যবস্থায় ঘূর্ণনের দিক . . . 114
15.3.2 কপিকল (পুলি) ব্যবস্থায় দড়ির গতির দিক . . . 115
15.4 স্তূপীকৃত কাঠামোর স্থিতিশীলতা . . . 115
15.5 সারসংক্ষেপ . . . 116
15.6 অনুশীলনী . . . 117

5 স্থানাঙ্ক সম্পর্ক 119

16 চিত্র মিলকরণ (Picture Matching) 120
16.1 চিত্র মিলকরণ কী এবং কেন ভুল হয় . . . 120
16.1.1 উদাহরণ 1: উপাদানের সংখ্যা গণনা করে তুলনা . . . 121
16.1.2 উদাহরণ 2: অভিমুখ ও ঘূর্ণন পরীক্ষা . . . 121
16.1.3 উদাহরণ 3: অনুপাত ও আকার পরীক্ষা . . . 122
16.1.4 উদাহরণ 4: ছায়া/শেডিং প্যাটার্ন পরীক্ষা . . . 122
16.2 আয়না-প্রতিরূপ ফাঁদ: প্রকৃত মিল বনাম আয়না-সদৃশ চিত্র . . . 123
16.2.1 উদাহরণ 6: একাধিক বৈশিষ্ট্য একত্রে যাচাই (কঠিন স্তরের প্রশ্ন) . . . 124
16.3 সারসংক্ষেপ . . . 124

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

16.4 অনুশীলনী . . . 125

17 প্যাটার্ন সমাপ্তকরণ (Pattern Completion) 127
17.1 ম্যাট্রিক্স প্যাটার্ন কী এবং কেন এটি ভিন্ন . . . 127
17.2 মূল কৌশল: সারি ও কলাম একসাথে যাচাই . . . 128
17.3 উদাহরণ: স্বাধীন সারি-নিয়ম ও কলাম-নিয়ম . . . 128
17.4 উদাহরণ: একক আকৃতির ল্যাটিন-স্কয়ার প্যাটার্ন . . . 129
17.5 উদাহরণ: দুটি বৈশিষ্ট্যের সংযুক্ত ল্যাটিন-স্কয়ার প্যাটার্ন . . . 130
17.6 প্রতীকী (Symbolic) গ্রিড প্যাটার্ন . . . 130
17.7 দ্রুত সমাধানের চেকলিস্ট . . . 132
17.8 অনুশীলনী . . . 132

18 ত্রিমাত্রিক ঘূর্ণন ও দৃশ্যায়ন (3D Rotation and Visualization) 134
18.1 বস্তুর ঘূর্ণন কী এবং এটি কীভাবে ভিন্ন . . . 134
18.2 মূল কৌশল: দুটি সন্নিহিত তলকে অ্যাংকর হিসেবে ব্যবহার . . . 135
18.3 উদাহরণ: উলম্ব অক্ষে ঘূর্ণন . . . 135
18.4 উদাহরণ: অনুভূমিক অক্ষে ঘূর্ণন (কাত করা) . . . 136
18.5 উদাহরণ: রঙিন ব্লকে একই কৌশলের প্রয়োগ . . . 136
18.6 উদাহরণ: একাধিক ধাপে ঘূর্ণন (Multi-Step Rotation) . . . 137
18.7 উদাহরণ: কোণা-অক্ষে ঘূর্ণন এবং "কোনটি অসম্ভব" প্রশ্ন . . . 138
18.8 দ্রুত সমাধানের চেকলিস্ট . . . 138
18.9 অনুশীলনী . . . 138

19 মানচিত্র ও দূরত্ব-দিক সমস্যা (Map, Direction and Distance Problems) 140
19.1 মানচিত্র-ভিত্তিক প্রশ্ন কী এবং কীভাবে ভিন্ন . . . 140
19.2 মূল কৌশল: প্রথমে রেফারেন্স স্থির করুন . . . 141
19.3 মানচিত্র 1: একটি গ্রামের মানচিত্র . . . 142
19.4 রাস্তা ধরে ভ্রমণ বনাম সরাসরি দূরত্ব . . . 143
19.5 মানচিত্র 2: একটি কার্যালয়ের ফ্লোর প্ল্যান . . . 144
19.6 মানচিত্র 3: যখন উত্তর দিক নির্দেশক তীর উপরে থাকে না . . . 145
19.7 সাধারণ ভুল ও সতর্কতার সারসংক্ষেপ . . . 146
19.8 দ্রুত সমাধানের কৌশল ও সারসংক্ষেপ . . . 147

6 সাংখ্যিক দক্ষতা 148

20 সাংখ্যিক অনুমান (Numerical Conjecture) 149
20.1 সাংখ্যিক অনুমান কাকে বলে . . . 149
20.2 জোড়াভিত্তিক সংখ্যা-সম্পর্ক অনুমান . . . 150
20.3 তিনটি সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক অনুমান . . . 152
20.4 চলতি প্রবণতা থেকে অনুমান . . . 153
20.5 রাউন্ড করা সংখ্যা থেকে প্রকৃত মান অনুমান . . . 153
20.6 সাধারণ ভুল ও সতর্কতার সারসংক্ষেপ . . . 154
20.7 দ্রুত সমাধানের কৌশল ও সারসংক্ষেপ . . . 155
20.8 অনুশীলনী . . . 155

21 সংখ্যা সমীকরণ ধাঁধা (Number and Equation Puzzles) 157
21.1 ভূমিকা: চিহ্ন ফাঁকা রাখা সমীকরণ . . . 157
21.2 দুই পাশ সমান করা: অজানা সংখ্যা নির্ণয় . . . 159
21.3 বাক্য থেকে সমীকরণ: মিলিয়ে দেখার (Trial) পদ্ধতি . . . 160
21.4 অনুশীলনী . . . 161

22 দ্রুত মানসিক গণনা (Quick Mental Calculation) 164
22.1 কাছের গোল সংখ্যায় পূর্ণ করে গুণ করা . . . 164
22.2 কাছের গোল সংখ্যায় পূর্ণ করে ভাগ করা . . . 165
22.3 যোগ-বিয়োগে সংখ্যা ভেঙে "বন্ধুত্বপূর্ণ" জোড়া তৈরি করা . . . 165
22.4 10%, 5%, 1%-কে ভিত্তি ধরে যেকোনো শতকরা হার হিসাব . . . 166
22.5 বর্গ নির্ণয়ের শর্টকাট: (গোল সংখ্যা ± পার্থক্য)^2 সূত্র . . . 167

চাকরির বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

22.6 অনুমান করে ভুল অপশন বাদ দেওয়ার কৌশল . . . 168
22.7 অনুশীলনী . . . 169

7 সমস্যা সমাধান 171

23 যৌক্তিক সমস্যা সমাধান কৌশল (Logical Problem-Solving Techniques) 172
23.1 প্রশ্ন বোঝার প্রথম ধাপ: পুনর্লিখন (Restating the Problem) . . . 172
23.2 যখন সরাসরি সমাধান আটকে যায়: বিকল্প যাচাই পদ্ধতি (Working Backward from Options) . . . 173
23.3 একাধিক সত্তা বা সম্পর্ক থাকা প্রশ্নে দ্রুত টেবিল আঁকুন . . . 173
23.4 অনুসন্ধানের পরিধি ছোট করুন: বাদ দেওয়ার কৌশল (Elimination) . . . 174
23.5 নিজেকে চেনা: তথ্য অপ্রতুল, নাকি সঠিক পদ্ধতি এখনো অজানা . . . 174
23.6 একটি প্রশ্নে কতক্ষণ সময় দেওয়া উচিত: দুই মিনিটের নিয়ম . . . 175
23.7 দ্রুত রেফারেন্স: কখন কোন কৌশল ব্যবহার করবেন . . . 175

24 বাস্তব জীবনের সিদ্ধান্তমূলক সমস্যা (Real-Life Decision Problems) 179
24.1 তুলনা করার আগে চিহ্নিত করুন: খরচ, সময়, ন্যায্যতা নাকি নিরাপত্তা . . . 179
24.2 সীমিত সম্পদ, একাধিক প্রয়োজন: কীভাবে ভাগ করবেন . . . 180
24.3 একাধিক বিকল্পের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করে সেরাটি বেছে নেওয়া . . . 181
24.4 সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রাপ্ত সুবিধার মধ্যে ভারসাম্য . . . 181
24.5 সারসংক্ষেপ . . . 182

8 পরিশিষ্ট 186

25 বিবিধ (Others / Misc) 187
25.1 মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব . . . 187
25.2 মিশ্র-দক্ষতা প্রশ্ন (Hybrid-skill Questions) . . . 188
25.3 দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ অনুশীলন (Rapid-fire মিশ্র অনুশীলন) . . . 189
25.4 সাধারণ ভুলের সংক্ষিপ্ত তালিকা (ছয়টি বিভাগের একনজরে) . . . 190

26 ট্রিক শিট: দ্রুত রিভিশন শর্টকাট শিট (Quick Revision Trick Sheet) 192

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

পর্ব 1

ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book)

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বড় নিয়োগ পরীক্ষায় "মানসিক দক্ষতা" (Mental Ability) নামের একটি অংশ থাকে, অথচ অনেক প্রার্থীই এই অংশটিকে ঠিক কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় তা নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন — কারণ এখানে সাধারণ জ্ঞানের মতো নির্দিষ্ট মুখস্থযোগ্য তথ্যভাণ্ডারও নেই, আবার শুধু গাণিতিক ধাঁধার অনুশীলন দিয়েও পুরো অংশটি কভার হয় না। সরকারি কর্মকমিশন (BPSC) এর বিসিএস প্রিলিমিনারি সিলেবাসে "মানসিক দক্ষতা" একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, যার নম্বর বরাদ্দ 15 — এবং এই বিভাগের অধীনে সরকারিভাবে ছয়টি উপ-ক্ষেত্র নির্ধারিত আছে, যা এই বইয়ের কাঠামোর ভিত্তি। এই বইটি ঠিক সেই ছয়টি সরকারি উপ-ক্ষেত্রকে যৌক্তিক ক্রমে সাজিয়ে, প্রতিটিকে মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে শর্টকাট কৌশল ও অনুশীলনী প্রশ্নসহ সম্পূর্ণভাবে কভার করার জন্য তৈরি। এই ভূমিকা অধ্যায়টি অন্য অধ্যায়গুলোর মতো নতুন কোনো কৌশল শেখাবে না — বরং এখানে "মানসিক দক্ষতা" আসলে কী, বইটির গঠন কেমন, পড়ার সঠিক ক্রম কী, এবং পরীক্ষার হলে এই বিভাগের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে কীভাবে সময় ও কৌশল কাজে লাগাতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বই পরিচিতি থেকে পরীক্ষার হল পর্যন্ত

মানসিক দক্ষতা আসলে কী এবং এর ছয়টি সরকারি উপ-ক্ষেত্র

সরকারি কর্মকমিশনের (BPSC) বিসিএস প্রিলিমিনারি সিলেবাসে "মানসিক দক্ষতা" (Mental Ability) বিভাগটি নির্দিষ্ট 15 নম্বরের একটি পৃথক অংশ, এবং এই বিভাগের প্রশ্ন সরকারিভাবে নির্ধারিত নিচের ছয়টি উপ-ক্ষেত্র থেকে আসে।

- **ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)** — লিখিত তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, অসম্ভাব্যতা যাচাই, ধারণাগত ভিন্নতা শনাক্তকরণ, অবস্থানভিত্তিক সমস্যা, বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্লেষণী ধাঁধা।
- **বানান ও ভাষা (Spelling and Language)** — ব্যাকরণগত ভুল শনাক্তকরণ, যতিচিহ্ন ও বড় হাতের অক্ষরের নিয়ম, বানান সংশোধন, সমার্থক-বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দ গঠন এবং অক্ষর মেলানো।
- **যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)** — লিভার, পুলি, গিয়ার, হেলানো তলের মতো সাধারণ যন্ত্রের মূলনীতি এবং বল-গতি-ভারসাম্যভিত্তিক ধাঁধা।
- **স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Spatial Relationships)** — চিত্র মেলানো, প্যাটার্ন সম্পূর্ণকরণ, ত্রিমাত্রিক (3D) ঘূর্ণন কল্পনা এবং মানচিত্র-দিক-দূরত্বভিত্তিক সমস্যা।
- **সাংখ্যিক দক্ষতা (Numerical Ability)** — সংখ্যাগত অনুমান/প্যাটার্ন, সংখ্যা-সমীকরণভিত্তিক ধাঁধা এবং দ্রুত মানসিক গণনা।
- **সমস্যা সমাধান (Problem Solving)** — যৌক্তিক সমস্যা সমাধানের কৌশল এবং বাস্তব জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণভিত্তিক সমস্যা।

এই বইটি ঠিক এই ছয়টি সরকারি উপ-ক্ষেত্রকে অনুসরণ করেই ছয়টি মূল পর্বে সাজানো হয়েছে, যাতে সিলেবাসের সাথে বইয়ের গঠন হুবহু মিলে যায়।

মনে রাখুন: এই বই বনাম "গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা" বই

চাকরি বাংলার আরেকটি বই "গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা" (Mathematical Reasoning) সংখ্যা/অক্ষর ধারা, কোডিং-ডিকোডিং, রক্ত সম্পর্ক, দিক নির্ণয়, আসন বিন্যাস, ন্যায়কথন (syllogism), অ-শাব্দিক (non-verbal) যুক্তির মতো "ক্লাসিক রিজনিং ধাঁধা" ব্যাটারি কভার করে — যা বিভিন্ন পরীক্ষায় "গাণিতিক যুক্তি" বা "Analytical/Mental Ability" নামে প্রচলিতভাবে আসে। এই বইটি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করে না — বরং এখানে সরাসরি BPSC-এর সরকারিভাবে সংজ্ঞায়িত "মানসিক দক্ষতা" সিলেবাসের ছয়টি ক্ষেত্র কভার করা হয়েছে, যেখানে বানান ও ভাষা (grammar/spelling/vocabulary) এবং যান্ত্রিক দক্ষতা (mechanical reasoning)-র মতো অংশ সেই সিবলিং বইয়ে একেবারেই নেই। দুটি বইয়েরই ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা যাচাই করা হয় — একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার্থীর জন্য দুটোই পড়াই সবচেয়ে নিরাপদ প্রস্তুতি, তবে কারো লক্ষ্য যদি শুধু BPSC-এর অফিসিয়াল "মানসিক দক্ষতা" ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তুতি হয়, এই বইটিই যথেষ্ট।

বাংলাদেশের বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় "মানসিক দক্ষতা" ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এটি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও নম্বর বরাদ্দকৃত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। ব্যাংক জব, এনটিআরসিএ, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস ও বার কাউন্সিলের মতো অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত "সাধারণ জ্ঞান" বা "বুদ্ধিমত্তা" অংশের সাথে মিশ্রিতভাবে আসে, অথবা ভাষা/গণিত অংশের ভেতরেই কিছু প্রশ্ন এই ধাঁচের হয়ে থাকে।

কোন পরীক্ষায় কীভাবে আসে

বিসিএস প্রিলিমিনারিতে "মানসিক দক্ষতা" একটি নির্দিষ্ট 15 নম্বরের পৃথক বিভাগ হিসেবে সরাসরি সিলেবাসে উল্লেখ থাকে। ব্যাংক জব নিয়োগ পরীক্ষায় সাধারণত "Analytical Ability" বা সাধারণ জ্ঞান অংশের ভেতর ভাষা-সংক্রান্ত (grammar/vocabulary) ও যুক্তিভিত্তিক প্রশ্ন উভয়ই দেখা যায়। এনটিআরসিএ ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বাংলা/ইংরেজি অংশের ভেতর ব্যাকরণ-বানান-শব্দার্থভিত্তিক প্রশ্ন তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব পায়। বিজেএস ও বার কাউন্সিলে এই অংশের উপস্থিতি পরীক্ষাভেদে ভিন্ন হতে পারে। নিজের প্রার্থিত পরীক্ষার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি ও সিলেবাস অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখে নেওয়া উচিত, কারণ সুনির্দিষ্ট নম্বর বণ্টন পরীক্ষাভেদে ও বছরভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

এই বইটি কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছে

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

শুরুর ভূমিকা পর্ব এবং একেবারে শেষের প্রশ্নব্যাংক পরিশিষ্ট পর্ব বাদ দিলে, এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে মোট 6টি বিষয়ভিত্তিক পর্বে (part), যা সরাসরি BPSC-এর ছয়টি সরকারি উপ-ক্ষেত্র অনুসরণ করে — সব মিলিয়ে (ভূমিকা ও পরিশিষ্টসহ) বইটিতে মোট 9টি পর্ব আছে।

পর্ব	মূল বিষয়বস্তু	অধ্যায়
ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল	বই পরিচিতি, পড়ার পদ্ধতি ও পরীক্ষার হলের কৌশল।	–
ভাষাগত যৌক্তিক বিচার	মৌখিক উপলব্ধি, অসম্ভাব্যতা-যৌক্তিকতা, ধারণাগত ভিন্নতা, অবস্থানভিত্তিক সমস্যা, বিচার-বিবেচনা, বিশ্লেষণী ধাঁধা।	6
বানান ও ভাষা	ব্যাকরণগত ভুল শনাক্তকরণ, যতিচিহ্ন-বড় হাতের অক্ষর, বানান সংশোধন, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দ গঠন, অক্ষর মেলানো।	7
যান্ত্রিক দক্ষতা	সরল যন্ত্রের মূলনীতি (লিভার-পুলি-গিয়ার-হেলানো তল), বল-গতি-ভারসাম্যভিত্তিক ধাঁধা।	2
স্থানাঙ্ক সম্পর্ক	চিত্র মেলানো, প্যাটার্ন সম্পূর্ণকরণ, ত্রিমাত্রিক ঘূর্ণন কল্পনা, মানচিত্র-দিক-দূরত্ব সমস্যা।	4
সাংখ্যিক দক্ষতা	সংখ্যাগত অনুমান/প্যাটার্ন, সংখ্যা-সমীকরণভিত্তিক ধাঁধা, দ্রুত মানসিক গণনা।	3
সমস্যা সমাধান	যৌক্তিক সমস্যা সমাধানের কৌশল, বাস্তব জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণভিত্তিক সমস্যা।	2
পরিশিষ্ট	বিবিধ টপিক এবং সবশেষে সম্পূর্ণ বইয়ের কৌশল-সংকলন "ট্রিক শিট"।	2
পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	প্রতিটি টপিক অনুযায়ী সাজানো অনুশীলনী প্রশ্ন ও সমাধানের সংকলন।	25 উপ-অংশ

লক্ষ করুন, সবশেষ দুটি পর্ব সাধারণ টপিক-অধ্যায়ের মতো নয়। অধ্যায় 25 (বিবিধ) এমন কিছু ছোট বা সংযোগমূলক টপিক ধরে রাখে যা ছয়টি মূল পর্বের কোনোটির সাথে একক অধ্যায় গঠনের মতো যথেষ্ট বড় নয়, আর অধ্যায় 26 (ট্রিক শিট) হলো পুরো বইয়ের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, যা পরীক্ষার ঠিক আগে দ্রুত ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর একেবারে শেষ পর্বে থাকা পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের অনুশীলনী প্রশ্ন টপিক অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখুন

এই বিষয়ে রিসাইকেল করা প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নভাণ্ডার এই সিরিজের অন্য কিছু বইয়ের তুলনায় সীমিত। তাই এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে থাকা তত্ত্বীয় আলোচনা ও অনুশীলনী প্রশ্ন চাকরি বাংলার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক BPSC-এর মানসিক দক্ষতা সিলেবাস অনুসরণ করে মৌলিকভাবে রচিত — কোনো নির্দিষ্ট পুরনো প্রশ্নপত্র থেকে হুবহু কপি করা নয়। প্রতিটি অনুশীলনী প্রশ্নের সাথে থাকা ট্যাগ তাই একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার নাম/সাল না দেখিয়ে সাধারণভাবে "[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]" হিসেবে চিহ্নিত। এতে করে বইয়ের মান বা প্রাসঙ্গিকতা কোনোভাবেই কমে না — বরং প্রতিটি প্রশ্ন নির্দিষ্টভাবে এই সিলেবাসের কৌশল অনুশীলনের জন্যই সাজিয়ে লেখা হয়েছে।

কেন অনেকে মানসিক দক্ষতা অংশে পিছিয়ে পড়েন

মানসিক দক্ষতা এমন একটি বিষয়, যেখানে তাত্ত্বিকভাবে ভালো ফল করা তুলনামূলক সহজ হওয়া উচিত — তবু বাস্তবে দেখা যায়, প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষায় বসা অনেক প্রার্থীই এই অংশে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে পারেন না। এর পেছনে সাধারণত তিনটি কারণ কাজ করে।

ছয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দক্ষতাকে একই কৌশলে পড়ার চেষ্টা

মানসিক দক্ষতার ছয়টি উপ-ক্ষেত্র আসলে একে অপরের থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের দক্ষতা যাচাই করে — ভাষাগত যুক্তি ও বানান-ভাষা মূলত ভাষাগত/আভিধানিক দক্ষতা যাচাই করে, আবার যান্ত্রিক-স্থানাঙ্ক-সাংখ্যিক দক্ষতা মূলত যৌক্তিক/চাক্ষুষ প্যাটার্ন-চেনার দক্ষতা যাচাই করে। একই পড়ার কৌশল ছয়টি ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করার চেষ্টা করলে ফলাফল অসম হয়ে পড়ে — এই বইয়ে তাই প্রতিটি পর্বের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী আলাদা কৌশল দেওয়া হয়েছে।

যান্ত্রিক ও স্থানাঙ্ক দক্ষতাকে অবহেলা করা

অনেক প্রার্থীই "মানসিক দক্ষতা" শুনলে শুধু ভাষাগত যুক্তি বা সংখ্যাভিত্তিক ধাঁধা ভেবে যান্ত্রিক দক্ষতা (মেশিন/লিভার/পুলি) ও স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (চিত্র/ঘূর্ণন/মানচিত্র) অংশকে গুরুত্ব কম দেন — অথচ এগুলো সরকারিভাবে সংজ্ঞায়িত সিলেবাসেরই অংশ। এই বইয়ে তাই এই দুটি প্রায়ই-উপেক্ষিত পর্বের জন্য পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় রাখা হয়েছে।

শর্টকাট ছাড়া সরাসরি জটিল প্রশ্নে ঢুকে পড়া

অনেক প্রশ্নেই সঠিক পদ্ধতি না জানা থাকলে সমাধান করতে অস্বাভাবিক রকম বেশি সময় লেগে যায়, অথচ সঠিক শর্টকাট জানা থাকলে একই প্রশ্ন কয়েক সেকেন্ডেই সমাধান করা যায়। এই কারণেই এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে শর্টকাট কৌশলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই বই যেভাবে সাহায্য করবে

উপরের তিনটি সমস্যা মাথায় রেখেই এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে নিচের উপাদানগুলো রাখা হয়েছে:

- **শর্টকাট কৌশল বক্স** — প্রতিটি টপিকের সবচেয়ে দ্রুত সমাধান পদ্ধতি আলাদাভাবে চিহ্নিত।
- **মনে রাখুন বক্স** — গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বা সংজ্ঞা সংক্ষেপে মনে করিয়ে দেওয়া।
- **উদাহরণ বক্স** — প্রতিটি কৌশল ধাপে ধাপে সমাধানকৃত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা।
- **সাধারণ ভুল বক্স** — পরীক্ষায় বারবার যেসব ভুল হয়, তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।

- **কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বক্স** — কোন টপিক কোন ধরনের পরীক্ষায় বেশি আসে, তার নির্দেশনা।
- **সূত্র বক্স** — যান্ত্রিক সুবিধা, দূরত্ব নির্ণয়ের মতো সরাসরি সূত্রনির্ভর টপিকের জন্য।

অধ্যয়নের প্রস্তাবিত ক্রম

- **ধাপ 1 — ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (অধ্যায় 1 থেকে 6):** মৌখিক উপলব্ধি থেকে শুরু করে বিশ্লেষণী ধাঁধা পর্যন্ত — এই অংশে যুক্তির ভাষাগত ভিত্তি তৈরি হয়, যা পরের ভাষাভিত্তিক অংশগুলোতেও কাজে লাগে।
- **ধাপ 2 — বানান ও ভাষা আয়ত্ত করা (অধ্যায় 7 থেকে 13):** ব্যাকরণ, বানান ও শব্দভাণ্ডারভিত্তিক এই অংশে দক্ষতা বাড়ে মূলত নিয়মিত শব্দ পড়া ও চর্চার মাধ্যমে, তাই প্রথম দিকেই শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে চর্চা চালিয়ে যাওয়া ভালো।
- **ধাপ 3 — যান্ত্রিক ও স্থানাঙ্ক দক্ষতা (অধ্যায় 14 থেকে 19):** সরল যন্ত্রের মূলনীতি থেকে মানচিত্র-দিক-দূরত্ব পর্যন্ত — এই অংশে চাক্ষুষ কল্পনাশক্তি ও মৌলিক পদার্থবিজ্ঞান-ধারণার প্রয়োগ প্রয়োজন হয়।
- **ধাপ 4 — সাংখ্যিক দক্ষতা ও সমস্যা সমাধান (অধ্যায় 20 থেকে 24):** সংখ্যাগত অনুমান, সংখ্যা-সমীকরণ, দ্রুত মানসিক গণনা এবং যৌক্তিক ও বাস্তব সিদ্ধান্তভিত্তিক সমস্যা — এই অংশ আগের তিনটি ধাপে তৈরি হওয়া যৌক্তিক ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে।
- **ধাপ 5 — চূড়ান্ত প্রস্তুতি (অধ্যায় 25 থেকে 26):** বিবিধ অধ্যায় শেষ করে, পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 26) দিয়ে পুরো বই একবার ঝালিয়ে নিতে হবে।

মনে রাখুন

এই ধাপগুলো একটি সাধারণ নির্দেশিকা মাত্র, কঠোর নিয়ম নয়। বানান ও ভাষা অংশে দুর্বলতা থাকলে তা নিয়মিত পত্রিকা/বই পড়ার অভ্যাসের সাথে যুক্ত করে বাড়তি সময় ধরে চর্চা করা ভালো, আর যান্ত্রিক-স্থানাঙ্ক অংশে দুর্বলতা থাকলে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের উদাহরণগুলো নিজে হাতে এঁকে অনুশীলন করা ফলদায়ক।

ভাষা-দক্ষতা বনাম ধাঁধা-দক্ষতা: দুই ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি কৌশল

মানসিক দক্ষতার ছয়টি উপ-ক্ষেত্রকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — একদিকে ভাষাগত/আভিধানিক দক্ষতা (ভাষাগত যৌক্তিক বিচারের কিছু অংশ, এবং সম্পূর্ণ বানান ও ভাষা পর্ব), অন্যদিকে যৌক্তিক/চাক্ষুষ প্যাটার্ন-দক্ষতা (যান্ত্রিক দক্ষতা, স্থানাঙ্ক সম্পর্ক, সাংখ্যিক দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধান)। এই দুই ধরনের দক্ষতা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে গড়ে ওঠে, তাই একই প্রস্তুতি কৌশল দুটোতেই প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

ভাষা-মেকানিক্স ধরনের প্রশ্নের (ব্যাকরণ/বানান/সমার্থক-বিপরীতার্থক শব্দ) জন্য প্রস্তুতি কৌশল

এই ধরনের প্রশ্নে দক্ষতা বাড়ে মূলত **শব্দভাণ্ডার গঠন ও নিয়মিত পড়ার অভ্যাসের** মাধ্যমে, কোনো একবারের শর্টকাট মুখস্থ করে নয়। প্রতিদিন কিছু নতুন শব্দ ও তার সমার্থক-বিপরীতার্থক শব্দ শেখা, পত্রিকা বা মানসম্পন্ন লেখা নিয়মিত পড়া, এবং ভুল হওয়া ব্যাকরণ-নিয়মগুলো আলাদা খাতায় টুকে রাখা — এই অভ্যাসগুলোই দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি কাজে দেয়। পরীক্ষার ঠিক আগের রাতে হঠাৎ করে অনেক শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা কার্যকর হয় না, তাই এই অংশের প্রস্তুতি যত আগে শুরু করা যায় ততই ভালো।

ধাঁধা-ধরনের প্রশ্নের (যান্ত্রিক/স্থানাঙ্ক/সাংখ্যিক/সমস্যা সমাধান) জন্য প্রস্তুতি কৌশল

এই ধরনের প্রশ্নে দক্ষতা বাড়ে মূলত **যুক্তি-চর্চা ও প্যাটার্ন-পরিচিতির পুনরাবৃত্তির** মাধ্যমে — যত বেশিবার বিভিন্ন রূপের প্রশ্ন সমাধান করা হবে, পরীক্ষার হলে নতুন প্রশ্ন দেখেও তত দ্রুত সঠিক পদ্ধতি চোখে পড়বে। এখানে মুখস্থ করার তেমন কিছু নেই, বরং প্রতিটি সূত্র/কৌশল কেন কাজ করে তা বুঝে নিয়ে বারবার বিভিন্ন উদাহরণে প্রয়োগ করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। জটিল স্থানাঙ্ক/যান্ত্রিক প্রশ্নে মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা না করে কাগজে ছোট একটি ডায়াগ্রাম এঁকে ফেলা প্রায় সবসময়ই দ্রুত ও নির্ভুল সমাধানে সাহায্য করে।

সাধারণ ভুল

পরীক্ষার হলে দুই ধরনের প্রশ্নেই একই গতিতে এগোনোর চেষ্টা করা একটি সাধারণ ভুল। ভাষা-মেকানিক্স প্রশ্ন (যেমন সমার্থক শব্দ) সাধারণত জানা থাকলে সাথে সাথেই উত্তর দেওয়া যায় — এখানে বেশি সময় ভাবলে নতুন কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু ধাঁধা-ধরনের প্রশ্নে (যেমন যান্ত্রিক বা স্থানাঙ্ক সমস্যা) ধাপে ধাপে চিন্তা করার জন্য বাড়তি সময় প্রয়োজন হতে পারে। তাই একটি ভাষা-প্রশ্নে বেশিক্ষণ আটকে না থেকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া এবং সেই বাঁচানো সময় জটিল ধাঁধা-প্রশ্নে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কৌশল।

বইটি দৈনন্দিন কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রতিটি অধ্যায় পড়ার প্রস্তাবিত ধাপ

- **প্রথমে টপিকের মূল ধারণা/নিয়মটি বুঝুন** — সরাসরি শর্টকাট মুখস্থ না করে, নিয়মটি কেন কাজ করে তা একবার নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করুন।
- **প্রতিটি উদাহরণ নিজে সমাধান করুন, সমাধান দেখার আগেই** — শুধু প্রশ্নটি পড়ে কাগজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন, তারপর বইয়ের সমাধানের সাথে মিলিয়ে দেখুন।
- **শর্টকাট কৌশল বক্স আলাদাভাবে খেয়াল করুন** — এগুলোই পরীক্ষার হলে সময় বাঁচানোর মূল হাতিয়ার।
- **অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো সময় মেপে সমাধান করুন** — প্রতিটি অধ্যায়ের অনুশীলনী প্রশ্ন ঘড়ি ধরে সমাধান করুন, যেন বাস্তব পরীক্ষার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়।
- **ভুল হওয়া প্রশ্নগুলো আলাদা করে রাখুন** — কোন ধরনের প্রশ্নে বারবার ভুল হচ্ছে তা লক্ষ রাখলে নিজের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- **পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 26) আবার পড়ুন** — পুরো বইয়ের সবগুলো কৌশল একসাথে সংক্ষেপে থাকায় দ্রুত পুরো প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়া যায়।

মনে রাখুন

এই বিষয়ে দক্ষতা বাড়ে মূলত নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে — একই ধরনের প্রশ্ন যত বেশিবার বিভিন্ন রূপে সমাধান করা হবে, পরীক্ষার হলে নতুন প্রশ্ন দেখেও তত দ্রুত সঠিক পদ্ধতি চোখে পড়বে। ছয়টি উপ-ক্ষেত্রেই সমান মনোযোগ দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ কৌশল, কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রই সরকারিভাবে সিলেবাসের অংশ।

এই ভূমিকা অধ্যায়ে যা যা আলোচনা করা হলো — মানসিক দক্ষতার সরকারি সংজ্ঞা ও ছয়টি উপ-ক্ষেত্র, সিবলিং বইয়ের সাথে সম্পর্ক, বইয়ের গঠন, পিছিয়ে পড়ার কারণ ও প্রতিকার, অধ্যয়নের প্রস্তাবিত ক্রম, এবং ভাষা-দক্ষতা বনাম ধাঁধা-দক্ষতার ভিন্ন প্রস্তুতি কৌশল — এগুলো মাথায় রেখে এখন থেকে পরের অধ্যায় "মৌখিক উপলব্ধি" (Verbal Comprehension) থেকে যাত্রা শুরু করা যাক।

পর্ব 2

ভাষাগত যৌক্তিক বিচার

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

অধ্যায় 1

ভাষাগত বোধগম্যতা (Verbal Comprehension)

বিসিএসসহ বাংলাদেশের প্রায় সব প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার মানসিক দক্ষতা অংশে "ভাষাগত বোধগম্যতা" নামে একটি নির্দিষ্ট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ আসে, যেখানে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ বা কয়েকটি সংযুক্ত বাক্য দেওয়া থাকে এবং তার নিচে এক বা একাধিক প্রশ্ন বা বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থীকে বলতে হয়, দেওয়া লেখাটি থেকে সেই বক্তব্যটি কতটা সমর্থিত --- এবং এখানেই এই প্রকরণের আসল চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে থাকে। এই টপিকটি এই বইয়ের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত "বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত" (Statement and Conclusion) ঘরানার প্রশ্নের কাছাকাছি মনে হলেও দুটি ভিন্ন দক্ষতা যাচাই করে। "বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত" প্রশ্নে সাধারণত একটিমাত্র সাধারণীকৃত বাক্য (generalization) থেকে যুক্তির শৃঙ্খল ধরে একটি সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাই করা হয়; কিন্তু ভাষাগত বোধগম্যতায় একটি ছোট অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে হয় তাতে ঠিক কোন কোন তথ্য সরাসরি বলা আছে, কোনগুলো ইঙ্গিতে বোঝানো আছে, আর কোনগুলো একেবারেই নেই --- এটি মূলত পাঠ-বোধগম্যতার (reading comprehension) যুক্তি প্রয়োগ করে, তবে দীর্ঘ সাহিত্যিক রচনার বদলে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদের উপর। এই অধ্যায়ে আমরা শিখব কীভাবে একটি অনুচ্ছেদকে নিরপেক্ষভাবে পড়তে হয়, নিজের আগে থেকে জানা তথ্য বা সাধারণ জ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু লেখাটির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বক্তব্যকে তিনটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করতে হয়।

মূল শৃঙ্খলা: টেক্সট-ই সব, বাইরের জ্ঞান নয়

1.1 ভাষাগত বোধগম্যতা কী এবং কেন এটি আলাদা একটি দক্ষতা

ভাষাগত বোধগম্যতা প্রশ্নে সাধারণত 2 থেকে 4 বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ (বা কখনো কয়েকটি সংযুক্ত তথ্যবাক্য) দেওয়া থাকে, এবং তার নিচে একটি বক্তব্য বা প্রশ্ন উপস্থাপন করে জিজ্ঞাসা করা হয় — এই বক্তব্যটি কি অনুচ্ছেদ থেকে সমর্থিত? এই প্রকরণের মূল কঠিনতা যুক্তির জটিলতায় নয়, বরং একটি মানসিক শৃঙ্খলায় — পরীক্ষার্থীকে নিজের আগে থেকে জানা তথ্য, সাধারণ ধারণা বা ব্যক্তিগত মতামতকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র প্রদত্ত অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে চিন্তা করতে হয়।

শর্টকাট কৌশল: "টেক্সট ইজ কিং" নীতি

এই পুরো টপিকের একটিমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে রাখুন: **অনুচ্ছেদে যা লেখা আছে, শুধু ততটুকুই সত্য বলে ধরে নিন — এর বাইরে বাস্তব জগতে আপনি যা জানেন, বিশ্বাস করেন বা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তার কোনোটিই এখানে প্রযোজ্য নয়।** পরীক্ষার হলে প্রতিটি বক্তব্য পড়ার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: "এই কথাটা কি সত্যিই উপরের লেখায় আছে, নাকি আমি নিজে থেকে কিছু যোগ করে ফেলছি?" এই একটি প্রশ্নই এই টপিকের প্রায় সব ভুলের মূল কারণ দূর করে দিতে পারে।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.1.1 সুস্পষ্ট তথ্য বনাম উহ্য তথ্য

একটি অনুচ্ছেদের ভেতরের তথ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। **সুস্পষ্ট তথ্য (explicit information)** হলো এমন তথ্য, যা অনুচ্ছেদে সরাসরি বা প্রায়-হুবহু শব্দে লেখা আছে — হয়তো ভিন্ন বাক্যগঠনে বা প্রতিশব্দে বলা, কিন্তু মূল অর্থ পুরোপুরি একই। **উহ্য তথ্য (implicit information)** হলো এমন তথ্য, যা অনুচ্ছেদে সরাসরি লেখা নেই, কিন্তু অনুচ্ছেদের ভেতরের তথ্যগুলো একত্রে মিলিয়ে পড়লেই — কোনো বাইরের জ্ঞান ছাড়াই — সেটি যৌক্তিকভাবে বের করে আনা যায়। এই দুই ধরনের তথ্যকেই "টেক্সটের সীমানার ভেতরে" থাকা তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয়; পার্থক্য শুধু এই যে একটি সরাসরি লেখা, আরেকটি টেক্সটের ভেতরের তথ্য জোড়া লাগিয়ে বের করতে হয়।

প্রতিটি বক্তব্যের তিনটি সম্ভাব্য শ্রেণি

- **নিশ্চিতভাবে বিবৃত (Definitely Stated):** বক্তব্যটি অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট তথ্যের প্রায়-হুবহু পুনরাবৃত্তি বা সরাসরি পুনর্বিন্যাস মাত্র — অনুচ্ছেদ সত্য হলে এটি সত্য হতেই হবে।
- **যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (Can Be Reasonably Inferred):** বক্তব্যটি সরাসরি লেখা নেই, কিন্তু অনুচ্ছেদের দেওয়া তথ্যগুলো একত্রে মিলিয়ে দেখলে এটিই সবচেয়ে স্বাভাবিক ও যৌক্তিক উপসংহার — তবে এর জন্য কোনো বাইরের তথ্য বা অনুমানের প্রয়োজন হয় না, শুধু টেক্সটের ভেতরের তথ্যই যথেষ্ট।
- **সমর্থিত নয় (Not Supported by the Text):** বক্তব্যটি প্রমাণ করতে হলে অনুচ্ছেদের বাইরের কোনো তথ্য, সাধারণ জ্ঞান বা অতিরিক্ত অনুমান প্রয়োজন হয়, অথবা বক্তব্যটি অনুচ্ছেদে দেওয়া সীমার বাইরে অতিরিক্ত সাধারণীকরণ করে, অথবা এটি অনুচ্ছেদের তথ্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

সাধারণ ভুল: বাইরের সাধারণ জ্ঞান আমদানি করা

এই টপিকে সবচেয়ে বেশি হওয়া ভুলটি হলো — পরীক্ষার্থী বাস্তব জীবনে সাধারণত যা সত্য বলে জানেন, তা অনুচ্ছেদের মধ্যে "ধরে নিয়ে" উত্তর দিয়ে ফেলেন, যদিও অনুচ্ছেদে সেই তথ্য উল্লেখই নেই। মনে রাখবেন, একটি বক্তব্য বাস্তবে সত্য হতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটি এই নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ থেকে সমর্থিত। প্রশ্নটি কখনোই জিজ্ঞাসা করছে না "বাস্তবে এটি সত্য কিনা" — বরং জিজ্ঞাসা করছে "এই নির্দিষ্ট লেখাটি থেকে এটি প্রমাণ করা যায় কিনা"। এই দুটি প্রশ্নকে গুলিয়ে ফেলাই এই টপিকের সবচেয়ে সাধারণ ও সবচেয়ে ক্ষতিকর ভুল।

উদাহরণভিত্তিক অনুশীলন

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.2 ধাপে ধাপে সমাধান করা উদাহরণ

নিচের প্রতিটি উদাহরণে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ এবং তার ভিত্তিতে একটি বা দুটি বক্তব্য দেওয়া হলো, সাথে বিস্তারিত সমাধান।

উদাহরণ 1: নিশ্চিতভাবে বিবৃত তথ্যের সহজ রূপ

অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশ রেলওয়ে ঘোষণা দিয়েছে যে, আগামী মাস থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে একটি নতুন আন্তঃনগর ট্রেন চালু হবে, যা সপ্তাহে 6 দিন চলবে এবং শুধু শুক্রবার বন্ধ থাকবে।
বক্তব্য: নতুন ট্রেনটি শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি প্রতিদিন চলবে।
সমাধান: অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা আছে ট্রেনটি "সপ্তাহে 6 দিন চলবে এবং শুধু শুক্রবার বন্ধ থাকবে" — এর অর্থই হলো শুক্রবার ছাড়া বাকি ছয় দিন চলবে। বক্তব্যটি এই তথ্যেরই একটি ভিন্ন শব্দবিন্যাসে পুনরাবৃত্তি মাত্র, নতুন কোনো তথ্য যোগ করেনি। তাই এটি **নিশ্চিতভাবে বিবৃত**।

উদাহরণ 2: যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় তথ্যের উদাহরণ

অনুচ্ছেদ: একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, গত অর্থবছরে তাদের রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের তুলনায় 40 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ উৎপাদন খরচ আগের বছরের প্রায় সমান পর্যায়েই ছিল।
বক্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির গত অর্থবছরের মুনাফা আগের অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
সমাধান: অনুচ্ছেদে সরাসরি "মুনাফা" শব্দটি নেই, তাই এটি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত তথ্য নয়। কিন্তু অনুচ্ছেদের দুটি তথ্য

একত্রে মিলিয়ে দেখলে — আয় 40 শতাংশ বেড়েছে অথচ খরচ প্রায় অপরিবর্তিত — এখান থেকে মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে, কোনো বাইরের তথ্য ছাড়াই। তাই বক্তব্যটি **যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয়** — সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয় (কারণ কর, ঋণ পরিশোধ বা অন্য কোনো ব্যয়ের কথা অনুচ্ছেদে নেই), কিন্তু টেক্সটের নিজস্ব তথ্য থেকেই এটি সবচেয়ে স্বাভাবিক উপসংহার।

উদাহরণ 3: সরাসরি সাংঘর্ষিক বক্তব্য

অনুচ্ছেদ: একটি বিদ্যালয়ে গত মাসে মোট 3 জন সহকারী শিক্ষক অবসরে গেছেন, এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের স্থলে এখন পর্যন্ত কোনো নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি।
বক্তব্য: বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষক-সংকট নেই।
সমাধান: অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 3 জন শিক্ষক অবসরে গেছেন অথচ কোনো প্রতিস্থাপন হয়নি — অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সংখ্যা কমে গেছে এবং এটি একটি ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। "সংকট নেই" বলাটি অনুচ্ছেদের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের সরাসরি বিপরীত। তাই বক্তব্যটি **সমর্থিত নয়** — বরং অনুচ্ছেদের তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

উদাহরণ 4: বাইরের সাধারণ জ্ঞান আমদানির ফাঁদ

অনুচ্ছেদ: একটি জরিপ অনুসারে, শহরের 65 শতাংশ বাসিন্দা প্রতিদিন গণপরিবহন ব্যবহার করেন বলে জানিয়েছেন।
বক্তব্য: শহরের রাস্তায় যানজট গণপরিবহনের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে তুলনামূলক কম হয়।
সমাধান: এই বক্তব্যটি সত্য মনে হতে পারে, কারণ বাস্তব জীবনে গণপরিবহনের ব্যবহার বাড়লে যানজট কমার একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদে শুধু গণপরিবহন ব্যবহারের হারের তথ্য দেওয়া আছে — যানজটের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই। "গণপরিবহন বেশি ব্যবহার হলে যানজট কম হয়" — এই সংযোগটি সম্পূর্ণভাবে বাইরের সাধারণ জ্ঞান থেকে আনা, অনুচ্ছেদ থেকে নয়। তাই বক্তব্যটি **সমর্থিত নয়** — এটি ঠিক সেই ভুল, যা "সাধারণ ভুল" বাক্সে সতর্ক করা হয়েছে।

উদাহরণ 5: একই অনুচ্ছেদে দুটি ভিন্ন রায়

অনুচ্ছেদ: একটি ব্যাংক ঘোষণা করেছে, যেসব গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবে গড় ব্যালেন্স ন্যূনতম 50,000 টাকা, তারা কোনো সার্ভিস চার্জ ছাড়াই একটি অতিরিক্ত ডেবিট কার্ড পাবেন।
বক্তব্য I: ন্যূনতম 50,000 টাকা গড় ব্যালেন্স থাকা গ্রাহকদের অতিরিক্ত কার্ডের জন্য কোনো চার্জ দিতে হবে না।
বক্তব্য II: 50,000 টাকার কম গড় ব্যালেন্স থাকা গ্রাহকরা কখনোই অতিরিক্ত ডেবিট কার্ড পাবেন না।
সমাধান: বক্তব্য I অনুচ্ছেদের তথ্যেরই প্রায়-হুবহু পুনরাবৃত্তি — তাই এটি **নিশ্চিতভাবে বিবৃত**। বক্তব্য II একটি ভিন্ন দাবি করছে — ব্যালেন্স কম থাকলে কার্ড "কখনোই" পাওয়া যাবে না। কিন্তু অনুচ্ছেদে শুধু বলা হয়েছে ন্যূনতম ব্যালেন্স থাকলে কার্ডটি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে; কম ব্যালেন্স থাকা গ্রাহকরা হয়তো সার্ভিস চার্জ দিয়ে একই কার্ড পেতে পারেন — অনুচ্ছেদ এই সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করেনি। তাই বক্তব্য II একটি অতিরিক্ত সাধারণীকরণ, যা টেক্সটের বাইরে চলে যায় — এটি **সমর্থিত নয়**।

মনে রাখুন

লক্ষ করুন, উদাহরণ 5-এ দুটি বক্তব্যই "যুক্তিসঙ্গত" শোনাতে পারে, কিন্তু একটি সরাসরি টেক্সটের পুনরাবৃত্তি এবং অন্যটি টেক্সটের একটি শর্তকে উল্টে দিয়ে একটি নিষেধাজ্ঞায় পরিণত করেছে, যা মূল বক্তব্যে ছিল না। একটি শর্ত ("A হলে B পাওয়া যাবে") থেকে তার বিপরীত নিষেধ ("A না হলে B কখনোই পাওয়া যাবে না") স্বয়ংক্রিয়ভাবে বের করা যায় না — এটি এই টপিকের একটি অত্যন্ত ঘন ঘন আসা ফাঁদ।

অধ্যায় সারাংশ

1.3 সারসংক্ষেপ

শ্রেণি	চেনার উপায়
নিশ্চিতভাবে বিবৃত	বক্তব্যটি অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট তথ্যের প্রায়-হুবহু পুনরাবৃত্তি বা পুনর্বিন্যাস।
যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয়	বক্তব্যটি সরাসরি লেখা নেই, কিন্তু টেক্সটের ভেতরের তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখলেই এটিই সবচেয়ে স্বাভাবিক উপসংহার।
সমর্থিত নয়	বক্তব্যটি প্রমাণ করতে বাইরের জ্ঞান বা অতিরিক্ত অনুমান লাগে, অথবা এটি অতিরিক্ত সাধারণীকরণ করে, অথবা টেক্সটের সাথে সাংঘর্ষিক।

কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

বিসিএস প্রিলিমিনারি, ব্যাংক জব ও এনটিআরসিএ পরীক্ষার মানসিক দক্ষতা অংশে এই প্রকরণ থেকে সাধারণত একটি অনুচ্ছেদের নিচে একাধিক (I, II, III আকারে) বক্তব্য দিয়ে "কোনগুলো সঠিক" জাতীয় প্রশ্ন করা হয়। সমাধানের সময় প্রতিটি বক্তব্যকে আলাদাভাবে, স্বাধীনভাবে যাচাই করুন — একটি বক্তব্য ভুল হওয়ার মানে এই নয় যে অন্যগুলোও ভুল।

1.4 অনুশীলনী

নিচে ভাষাগত বোধগম্যতা সংক্রান্ত অনুশীলনী প্রশ্ন ধাপে ধাপে সমাধানসহ দেওয়া হলো।

1. অনুচ্ছেদ: একটি পৌরসভা জানিয়েছে, গত বছর তাদের এলাকায় মোট ৪টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে 3টি নদীর পূর্ব পাড়ে এবং বাকিগুলো পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। বক্তব্য: নদীর পশ্চিম পাড়ে নতুন স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা 5টি।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে সরাসরি বলা আছে মোট ৪টির মধ্যে 3টি পূর্ব পাড়ে এবং "বাকিগুলো" পশ্চিম পাড়ে — অর্থাৎ ৪ বিয়োগ 3 সমান 5টি। এটি অনুচ্ছেদের নিজস্ব সংখ্যা থেকে সরাসরি ও নিশ্চিতভাবে বের করা যায়, কোনো অতিরিক্ত অনুমান ছাড়াই, তাই এটি নিশ্চিতভাবে বিবৃত।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

2. অনুচ্ছেদ: একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, শহরের যেসব এলাকায় সন্ধ্যায় পর্যাপ্ত সড়কবাতি আছে, সেসব এলাকায় সন্ধ্যার পরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া গেছে। বক্তব্য: পর্যাপ্ত সড়কবাতি স্থাপন করলে ছিনতাই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) তথ্য অপর্যাপ্ত বলে প্রশ্নই অবৈধ

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে শুধু বলা হয়েছে ছিনতাইয়ের অভিযোগ "তুলনামূলকভাবে কম" — এটি একটি আংশিক সম্পর্কের ইঙ্গিত মাত্র। বক্তব্যটি এটিকে "সম্পূর্ণভাবে বন্ধ" -এ পরিণত করেছে, যা একটি বড় অতিরিক্ত সাধারণীকরণ এবং অনুচ্ছেদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

3. অনুচ্ছেদ: একটি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত তিন মাসে তাদের জরুরি বিভাগে রোগীর সংখ্যা প্রতি মাসে গড়ে 10 শতাংশ হারে বেড়েছে, অথচ জরুরি বিভাগের শয্যা সংখ্যা একই আছে। বক্তব্য: হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীদের সেবা পেতে অপেক্ষার সময় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে সরাসরি "অপেক্ষার সময়" নিয়ে কিছু বলা নেই, তাই এটি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত নয়। কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে অথচ শয্যা সংখ্যা অপরিবর্তিত — এই দুটি তথ্য একত্রে মিলিয়ে দেখলে সেবা পেতে অপেক্ষার সময় বাড়ার সম্ভাবনা একটি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত উপসংহার, যা টেক্সটের ভেতরের তথ্য থেকেই আসে। তাই এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয়।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

4. অনুচ্ছেদ: একটি বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, তাদের নতুন ভর্তি নীতিতে ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি এসএসসি ও এইচএসসি-র ফলাফলকেও চূড়ান্ত মেধাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বক্তব্য: এই নীতির ফলে শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করা শিক্ষার্থীরা সবাই ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এসএসসি-এইচএসসি ফলাফল মেধাক্রমে "অন্তর্ভুক্ত" করা হবে, অর্থাৎ এটি একটি অতিরিক্ত বিবেচ্য বিষয় হিসেবে যুক্ত হচ্ছে — এর মানে এই নয় যে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করাদের "সবাই" বঞ্চিত হবেন। বক্তব্যটি একটি চরম ও ভিত্তিহীন উপসংহার টেনেছে, যা অনুচ্ছেদ থেকে মোটেও অনুসরণ করে না। তাই এটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

5. অনুচ্ছেদ: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি মৌসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, এবং একই অঞ্চলে ধানের ফলন গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বক্তব্য: বেশি বৃষ্টিপাতই উত্তরাঞ্চলে ধানের ফলন বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধি — এই দুটি তথ্য পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু একটি অন্যটির "একমাত্র কারণ" এমন কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক সরাসরি বলা হয়নি। সার প্রয়োগ, বীজের মান বা কৃষি প্রযুক্তির উন্নতির মতো অন্য কারণও থাকতে পারে, যা অনুচ্ছেদ বাতিল করেনি। দুটি ঘটনা একসাথে ঘটাকে "একমাত্র কারণ" বলে ধরে নেওয়া একটি সাধারণ ভুল, তাই বক্তব্যটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

6. অনুচ্ছেদ: একটি বীমা কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে যে, যেসব গ্রাহক টানা 5 বছর কোনো দাবি (claim) উত্থাপন না করেন, তারা পরবর্তী বছরের প্রিমিয়ামে 20 শতাংশ ছাড় পাবেন। বক্তব্য: যেসব গ্রাহক গত 5 বছরে অন্তত একবার দাবি উত্থাপন করেছেন, তারা পরবর্তী বছরে কোনো ছাড় পাবেন না।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে শুধু বলা হয়েছে টানা 5 বছর দাবি না করলে 20 শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে — এটি একটি নির্দিষ্ট শর্তের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধার কথা বলছে। দাবি উত্থাপনকারী গ্রাহকরা হয়তো ভিন্ন হারে (যেমন 5 শতাংশ) কোনো ছাড় পেতে পারেন, অনুচ্ছেদ এই সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেয়নি। একটি শর্ত থেকে তার বিপরীত নিষেধাজ্ঞা বের করা যায় না, তাই বক্তব্যটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

7. অনুচ্ছেদ: একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলের যেসব পরিবারে মা সাক্ষর, সেসব পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শহরের তুলনায়ও বেশি। বক্তব্য: গ্রামাঞ্চলে মায়েদের সাক্ষরতার হার শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে তুলনা করা হয়েছে "সাক্ষর মা থাকা পরিবারের শিশুদের ভর্তির হার" এবং "শহরের ভর্তির হার"-এর মধ্যে — এটি গ্রাম বনাম শহরের সামগ্রিক মায়েদের সাক্ষরতার হারের তুলনা নয়। বক্তব্যটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন তুলনা (গ্রাম বনাম শহরের সাক্ষরতার হার) তৈরি করেছে, যা অনুচ্ছেদে দেওয়াই হয়নি। তাই এটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

8. অনুচ্ছেদ: একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী অর্থবছর থেকে সব সরকারি অফিসে কাগজের বদলে ডিজিটাল ফাইল ব্যবস্থাপনা বাধ্যতামূলক করা হবে, এবং এ জন্য প্রতিটি অফিসকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে। বক্তব্য I: আগামী অর্থবছর থেকে সরকারি অফিসগুলোতে কাগজের ফাইলের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে। বক্তব্য II: সরকারি অফিসগুলোতে বর্তমানে পর্যাপ্ত কম্পিউটার নেই।

(ক) শুধু বক্তব্য I নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) শুধু বক্তব্য II যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) I নিশ্চিতভাবে বিবৃত এবং II যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (ঘ) I ও II উভয়ই সমর্থিত নয়

উত্তর: (গ) I নিশ্চিতভাবে বিবৃত এবং II যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয়

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

ব্যাখ্যা: বক্তব্য। প্রজ্ঞাপনের "ডিজিটাল ফাইল ব্যবস্থাপনা বাধ্যতামূলক" কথাটিরই সরাসরি পুনরাবৃত্তি, তাই নিশ্চিতভাবে বিবৃত। বক্তব্য ॥ সরাসরি লেখা নেই, কিন্তু "প্রতিটি অফিসকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে" — এই সিদ্ধান্ত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বর্তমানে পর্যাপ্ত কম্পিউটার নেই বলেই সরবরাহের প্রয়োজন পড়েছে; এটি টেক্সটের ভেতরের তথ্য থেকেই আসা একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

9. অনুচ্ছেদ: একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগের গতি এখনও শহরের তুলনায় কম। বক্তব্য: দেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা "তিনগুণ বৃদ্ধি" পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর আগে ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত ছিল বা মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ এখন ব্যবহারকারী, তার কোনো তথ্যই দেওয়া নেই। তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও তা "অধিকাংশ" মানুষে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য অনুচ্ছেদে নেই, তাই বক্তব্যটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

10. অনুচ্ছেদ: একটি পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন নিরাপত্তা বিধি চালুর পর গত এক বছরে কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় 60 শতাংশ কমেছে। বক্তব্য: নতুন নিরাপত্তা বিধি চালুর আগে কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি ছিল।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত

ব্যাখ্যা: "দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় 60 শতাংশ কমেছে" — এই তথ্যের সরাসরি ও অনিবার্য অর্থ হলো আগের বছরে দুর্ঘটনার সংখ্যা এখনকার তুলনায় বেশি ছিল। এটি নতুন কোনো অনুমান নয়, বরং অনুচ্ছেদের দেওয়া তথ্যের একটি প্রায়-হুবহু পুনর্বিন্যাস মাত্র, তাই নিশ্চিতভাবে বিবৃত।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

11. অনুচ্ছেদ: একটি পরিবেশবাদী সংগঠন জানিয়েছে, নদীর তীরবর্তী এলাকায় গত দুই বছরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় মোট 12,000টি চারা রোপণ করা হয়েছে, যার প্রায় 70 শতাংশ এখনও জীবিত আছে। বক্তব্য: বর্তমানে জীবিত চারার সংখ্যা 8,400টির কাছাকাছি।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত

ব্যাখ্যা: 12,000-এর 70 শতাংশ হিসাব করলে পাওয়া যায় প্রায় 8,400টি — এটি অনুচ্ছেদে দেওয়া দুটি সংখ্যা (মোট চারা ও জীবিত থাকার হার) থেকে সরাসরি ও নিশ্চিতভাবে বের করা একটি হিসাব, কোনো অতিরিক্ত অনুমানের প্রয়োজন নেই। তাই এটি নিশ্চিতভাবে বিবৃত।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

12. অনুচ্ছেদ: একটি টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, তাদের নতুন ইন্টারনেট প্যাকেজ চালুর প্রথম সপ্তাহেই 50,000 গ্রাহক প্যাকেজটি গ্রহণ করেছেন, যা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিল। বক্তব্য: প্রতিষ্ঠানটির প্রতিযোগী অন্যান্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট প্যাকেজের চাহিদা কমে গেছে।

(ক) নিশ্চিতভাবে বিবৃত (খ) যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় (গ) সমর্থিত নয় (ঘ) অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক

উত্তর: (গ) সমর্থিত নয়

ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদে শুধু এই একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাকেজ গ্রহণের সংখ্যার কথা বলা হয়েছে — প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই। নতুন গ্রাহকরা হয়তো আগে ইন্টারনেটই ব্যবহার করতেন না, এমন সম্ভাবনাও অনুচ্ছেদ বাতিল করেনি। প্রতিযোগীদের চাহিদা কমার দাবিটি সম্পূর্ণভাবে বাইরের অনুমান, তাই এটি সমর্থিত নয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

চাকরি বাংলা
সরকারি চাকরির প্রস্তুতি